দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা

প্রকাশিত: ০২ - নভেম্বর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

২০১৯ সালের অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা আজ শুরু হতে যাচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হবে ১৫ নবেম্বর। এবার পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২৬ লাখ ৬১ হাজার ৬৮২ জন শিক্ষার্থী। আশা করা যাচ্ছে একটি সুন্দর সাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারবে। সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীও এ ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এবার মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১২ লাখ ২১ হাজার ৬৯৫ জন ছাত্র এবং ১৪ লাখ ৩৯ হাজার ৯৮৭ জান ছাত্রী। ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণটি প্রতীয়মান হয় যে, অতীতে যে হারে ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ছিল তা অনেকাংশেই কমে এসেছে। তবে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমিয়ে শূন্যের কোঠায় আনাটা জরুরী। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ হাজার ৭৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আওতায় এনেছেন, যা শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদের দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করবে।

অতীতে দেখা গেছে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার জন্য আগে যেভাবে কোচিং বাণিজ্য হতো এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে তথ্য পাওয়া যেত তা স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশকে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত করত। এমন অভিযোগও আছে যে, অনেক কোচিং সেন্টারে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার একটা সিন্ডিকেট তৈরি করে ফেলেছিল। তারা সেই প্রশ্নপত্র থেকে শিক্ষার্থীদের পড়াত এবং তাদের পরীক্ষা পাসের শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আয় করত। বিষয়টি কোন শিক্ষার্থীর জীবনে ভাল ফল বয়ে আনতে পারে না। তাই এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নবেম্বর পর্যন্ত দেশের সব কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ফাঁসের গুজবমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা শেষ করার জন্য কোন প্রতারক যাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ভুয়া তথ্য, মিথ্যা প্রশ্নপত্র তৈরি করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। অভিভাবকরা যেন কোন গুজব ও অনৈতিকভাবে কোন কাজ না করে সেদিকেও সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য অবশ্যই ইতিবাচক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সরকাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি তুলে ধরে।

আশার কথা, দশমবারের মতো অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় আগে থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এবারের জেএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী দুই লাখ ৩৩ হাজার ৩১০ জন ও জেডিসি পরীক্ষায় ৩০ হাজার ২৯১ জন। এ বছর বিদেশে মোট নয়টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিদেশের কেন্দ্রগুলোতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫৪ জন।

পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা আনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কারণে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে। যাদের হাত নেই তারা শ্রুতি লেখক দিয়ে পরীক্ষা দিবে। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের মোবাইল সুবিধাসহ ঘড়ি, কলম, ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না বলেও জানানো হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের মোট ৭টি বিষয়ে ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজস্ব মেধা ও মনন প্রয়োগ করে পরীক্ষায় অংশ নেবে এবং তারা ভাবিষ্যতের জীবন উন্নয়নে এগিয় যাবে- এই প্রত্যাশা সব মহলের।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com